পরীক্ষামূলক গবেষণাঃ বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষার্থীদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সাক্ষরতা

মুভ ফাউন্ডেশন

সারসংক্ষেপ

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সাক্ষরতা বলতে আমরা মূলতঃ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উপস্থাপিত ও প্রকাশিত ডিজিটাল আধেয় বা বিষয়বস্তু (যেমনঃ লেখা, ছবি, অডিও-ভিডিও ইত্যাদি) যথার্থতা এবং দায়িত্বশীলতার সাথে ব্যবহার করার জ্ঞান ও সক্ষমতাকে বুঝে থাকি। বাংলাদেশের তরুণদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের প্রবণতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে বয়স ও শিক্ষার ধরন অনুযায়ী ব্যবহার প্রবণতা ও সাক্ষরতায় তারতম্য দেখা যায়। তাদের কাছে জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম হলো ফেসবুক, ইউটিউব, ইন্সটাগ্রাম, টুইটার ইত্যাদি।

এই পরীক্ষামূলক গবেষণায় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মাদরাসার শিক্ষার্থীদের সাক্ষরতার অবস্থা দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে কওমি ও আলিয়া উভয় ধরনের মাদরাসার ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের বয়স ১৬ থেকে ২২ বছরের মধ্যে, যারা মাধ্যমিক এবং এর উপরের লেখাপড়া করছে। দেশের ১২টি জেলার (ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, রাজশাহী, সিলেট, হবিগঞ্জ, বরিশাল, ভোলা, গাইবান্ধা ও পঞ্চগড়) ৩৬টি মাদরাসার (২৩টি কওমি ও ১৩টি আলিয়া) ৮২৫জন ছাত্র-ছাত্রীর অংশগ্রহণে **মুভ ফাউন্ডেশন** এই জরিপ চালিয়েছে। গবেষণার লক্ষ্য ছিল সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রবেশের মাধ্যম, দৈনিক ব্যবহারের মাত্রা, পছন্দকৃত বিষয়, পোস্ট করা বা শেয়ার করার প্রবণতা, উগ্রবাদ ও সাইবার অপরাধ এবং এ সংক্রান্ত আইনি বিধান বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের জ্ঞান সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত

- উত্তরদাতাদের মধ্যে ৭৫% **বাড়িতে বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে** তথ্য- প্রযুক্তি মাধ্যম ব্যবহারের সুযোগ পায় (৬৩% মোবাইল বা ট্যাবলেট এবং ১২% কম্পিউটার ব্যবহার করে)। মাত্র ৫ শতাংশ **ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে (ইউডিসি)** যায় বা এ সম্পর্কে অবগত। বাকিরা সাইবার ক্যাফে (৫%), বন্ধু বা আত্মীয়ের ফোন বা কম্পিউটার এর উপর নির্ভরশীল।

- ৪২% কওমি ছাত্র এবং ৫৮% আলিয়া ছাত্রছাত্রী **ইন্টারনেট সংযোগসহ মোবাইল বা ট্যাবলেট** ব্যবহার করে এবং ৫% কউমি ছাত্র ও ১০% আলিয়া ছাত্রছাত্রী ইন্টারনেট সংযোগসহ **কম্পিউটার** ব্যবহার করে।

- জরিপে অংশগ্রহণকারী **কওমি ছাত্রীদের** কেউই **কম্পিউটার** ব্যবহার করার সুযোগ পায়না, যদিও তাদের শতকরা ৭০ভাগ মোবাইল বা ট্যাবলেট ব্যবহার করে থাকে। এর মধ্যে মাত্র **১.৪ শতাংশ** কওমি ছাত্রীর ইন্টারনেট সংযোগ আছে।

- **ছাত্রীদের** অধিকাংশই **রাতে ও মধ্যরাতের** পরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে। অন্যদিকে **ছাত্রদের** অধিকাংশ ব্যবহার করে **সকালে ও দুপুরে**। ছাত্রদের সিংহভাগ (৩৮%) দৈনিক সর্বোচ্চ ০-৩০ মিনিট করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যয় করে এবং ছাত্রীদের সিংহভাগ (৩৫%) ব্যয় করে দৈনিক ১ থেকে ২ ঘন্টা।

- অংশগ্রহণকারী বেশিরভাগ শিক্ষার্থী (৬৫%) **কৌতূহল বা জানার আগ্রহ** থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে; অন্য কোন উদ্দেশ্য, বিতর্ক তৈরি করা বা প্রশ্ন তোলার জন্য নয়। দুই- তৃতীয়াংশর বেশি (৬৭%) ধর্মীয় শিক্ষা বা ধর্ম সংক্রান্ত পোস্ট বা আধেয় দেখে, ১১% বিনোদন, ১৫% খেলাধুলা এবং ৭% রাজনৈতিক বিষয়গুলো লক্ষ করে।

- কওমি ছাত্রীদের সবচে' বেশি **আগ্রহ** ধর্মীয় শিক্ষামূলক বিষয়ে (৯৬%), পক্ষান্তরে কওমি ছাত্র ও আলিয়া শিক্ষার্থীদের বেশি আগ্রহ ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে (যথাক্রমে ৬৬% ও ৫৩%)।

- শিক্ষার্থীদের সর্বাধিক **শেয়ার** করা ধর্মীয় শিক্ষামূলক বা ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়াবলী (৭০%); এরপর সামাজিক বিষয় (১৫%), খেলাধুলা ও বিনোদন (১০%) এবং রাজনৈতিক (৫%) বিষয়াবলি শেয়ার করে।

H 37 (1st Floor), Suhrawardi Avenue, Baridhara, Dhaka-1212 ☎ +880 1730582839 MOVE MOTIVATE AND ORGANIZE VOLUNTARY ENGAGEMENT support@move-foundation.com move-foundation.com f /move.found

- কওমি ছাত্ররা ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়াবলি (৬০%) আর কওমি ছাত্রীরা ধর্মীয় শিক্ষামূলক (৫০%) এবং সামাজিক বিষয় সংক্রান্ত পোস্ট (৫০%) বেশি **শেয়ার** করে। অন্যদিকে আলিয়ার ছাত্রছাত্রীরা বেশি শেয়ার করে ধর্মীয় শিক্ষামূলক বিষয় (৫৯%), তারপর ধর্ম সংক্রান্ত বিষয় (২০%), সামাজিক বিষয় (১৭%), বিনোদন ও খেলাধুলা (১৫%) এবং রাজনৈতিক বিষয় (৭%)।

- **পোস্ট শেয়ারের উৎস** হিসেবে ছাত্রদের সবচেয়ে পছন্দনীয় হলো তাদের বন্ধুদের পোস্ট (৩৯%) এবং ছাত্রীদের হলো তাদের আত্মীয়ের পোস্ট (৩১%)। উত্তরদাতাদের অনেকেই (৩৫% ছাত্র ও ২৯% ছাত্রী) বিষয়ভিত্তিক লেখক বা সেলিব্রিটিদের পোস্টও শেয়ার করে।

- উত্তরাদাতা কওমী ছাত্রদের অর্ধেক ও ছাত্রীদের এক- তৃতীয়াংশ এবং আলিয়ার তিন- চতুর্থাংশ ছাত্রছাত্রী **পোস্ট শেয়ারের আগে তথ্য যাচাই** করার চেষ্টা করে। কওমি ছাত্রদের ৭% একেবারেই যাচাই করে না, ২১% মাঝেমধ্যে করে এবং ২১% বিষয়টি নিয়ে ভাবে কিন্তু যাচাই করে না। ৩৩% কওমি ছাত্রী শেয়ার করার আগে কখনই তথ্য যাচাই করে না এবং অন্য ৩৩% যাচাইয়ের কথা ভাবে বটে, কিন্তু করে না।

- ৬২% শিক্ষার্থী **সাইবার অপরাধ** পরিভাষাটির সাথে মোটামুটি পরিচিত এবং বাকিরা অল্প শুনেছে বা আদৌ শোনেনি।

- **সাইবার অপরাধ**, যেমনঃ অপপ্রচার, উগ্রবাদী প্রচারণা, চরিত্র হনন ইত্যাদি ও **তার সাজা** সম্পর্কে কওমি ছাত্রীদের ধারণা খুবই কম (যথাক্রমে মাত্র ১.৪% ও ২.৭%)। অন্যদিকে কওমি ছাত্রদের যথাক্রমে ৫৭% ও ৪৮% এবং আলিয়া মাদরাসার যথাক্রমে ৭৯% ও ৬৮% শিক্ষার্থী সাইবার অপরাধ ও তার সাজা সম্পর্কে অবগত।

- **সাইবার অপরাদের দণ্ডবিধি** সম্পর্কে ৪৭% শিক্ষার্থী খানিকটা অবগত, ২২% এ- সম্পর্কে কোন ধারনাই রাখে না এবং ৩% অনলাইন মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধকে শাস্তিযোগ্য বলে মনে করে না। আর ৪% মনে করে সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত আইন ও দণ্ডবিধি **বাকস্বাধীনতাকে হরণ** করছে।